দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 APR 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ও ভর্তি সমস্যা

উচ্চশিক্ষার পথে একটি নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে ১৯৯২ সালের পর। ১৯৯২ সালে এসএসসিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র চালু হয়। সাধারণ বাংলায় বলা হয়— টিক মার্কের পরীক্ষা। এ পরীক্ষা শুরু হবার পর পরীক্ষার ফলাফলে হেরফের ঘটতে থাকে। পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ ও স্টার পাওয়া সহজ হয়ে যায়। আর এর ভিন্ন পরিণতি ঘটে ১৯৯৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায়। এইচএসসিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন নেই। টিক মার্কেরও সুযোগ নেই। ফলে, অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে ১৯৯২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থানলাভকারী অনেক পরীক্ষার্থীও ১৯৯৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় আকৃতকার্য হয়।

এ নিয়ে অনেক সোরগোল হলেও পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা এখন শোনা যাচ্ছে না। তবে পরীক্ষার এই বিভ্রান্তিকর ফলাফলে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও প্রকৌশল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে। সকলেরই জানা যে মেডিক্যাল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে পরীক্ষা দিতে হয়। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ছাড়াও ভর্তির যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলও মূল্যায়ন করা হয়। ফলে, স্বাভাবিকভাবে ১৯৯২ সালে যারা এসএসসি পাস করেছে তাদের সাথে ১৯৯১ সালে পাস করা ছাত্র-ছাত্রীদের একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় পরীক্ষার নম্বরের প্রশ্নে। কারণ, ১৯৯১ সালে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন বা টিক মার্কের সুযোগ ছিল না। অথচ তাদেরও ভর্তি হবার সুযোগ এখনও স্বীকৃত।

এছাড়াও অসুবিধা দেখা দিয়েছে পূর্বের নিয়মে ভর্তি পদ্ধতি বহাল থাকায়। কারণ, এসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসএসসি, এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ পেলেই ভর্তির জন্য আবেদন করা যায়। কিন্তু এ কথা সহজে বোধগম্য যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র বা টিক মার্ক চালু হবার পর দুটি পরীক্ষায়ই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির অবকাশ খুব কম। কারণ, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যা সীমিত। এবং প্রথম বিভাগ ও স্টার পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এখন অগণন। এ পরিস্থিতিতে দুটি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তিতে সুযোগ দেবার অর্থ হচ্ছে কিছু অর্থের অপচয়।

লক্ষণীয় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে কিছুটা উদ্যোগ নেবার চেষ্টা করেছে। মেধা মূল্যায়নের ভিত্তি পাল্টেছে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন চালু হবার পূর্বের এবং পরের ভিত্তিতে। তাদের সে উদ্যোগ কতটা সফল হবে তাও এখন অনিশ্চিত। তবে একথা বলা যায় যে এ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনপত্র কেনার জন্য অর্থ ব্যয় আদৌ মুখ্য নয়। মুখ্য হচ্ছে— উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাওয়া। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং আসন বৃদ্ধির কথা কর্তৃপক্ষ ভাবছেন। তবে এ মুহূর্তে প্রয়োজন হচ্ছে— নতুন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।